The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আরবি অনুবাদ সাহিত্যের বরেণ্য মহান প্রতিভা: কৃতি ও কৃতিত্ব

[Great Geniuses of Arabic Translation Literature: Works and Achievements]

Dr. Abu Saleh Mohammad Toha
Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 20 February 2025
Received in revised: 27 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Translation, Arabic Translation, Translation-work and Translation-Achievement.

ABSTRACT

'Translation' is a unique attempt to spread the human and artistic feeling of people. Translation has been practiced in almost all countries in the world. Translation practice is also observed at a significant rate among Arabs. Its journey began since ancient times. Its speed and nature took different forms at different times. Based on the needs and demands of people, Arabic translation literature continued to develop. Although initially limited to oral translation to a limited extent, it gradually entered the written form. The development of Arabic translation was fully established in the Abbasid era. Over the ages prominent Arabic-speaking scholars have transferred knowledge and science created in different languages to Arabic and knowledge created in Arabic to other languages through translation. The achievements and achievements of distinguished literary talents in Arabic translation have not only enriched the Arabic language but also established the Arabic language in a position of excellence in world literature.

১. ভূমিকা

মানুষের মানবিক ও শৈল্পিক অনুভব শক্তিকে ছড়িয়ে দেয়ার অনন্য প্রয়াস 'অনুবাদ'। মূলত কোনো লেখনি বা বক্তব্যকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে 'অনুবাদ' বলে। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ রক্ষায় অনুবাদ সেতুবন্ধনের কাজ করে। অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষীরা নিজেদের মধ্যে তাদের মতামত, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনিময় করতে সক্ষম হয়। অনুবাদ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সামরিক ও কূটনীতি সম্পর্কিত লেনদেন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে। ভৌগোলিক দূরত্বকে জয় করে বিশ্বসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দেয় অনুবাদ। অনুবাদ কোনো গ্রন্থ বা মুদ্রিত পাঠ্যবস্তুর বিশ্বময় টিকে থাকা নিশ্চিত করে। বিশ্বে প্রায় সকল দেশেই অনুবাদ চর্চা হয়েছে। আরবদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য হারে আনুবাদ চর্চা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে এর গতি, প্রকৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে আরবি অনুবাদ সাহিত্য বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রথম দিকে সীমিত পরিসরে শুধু মৌখিক অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা লিখিতরূপে প্রবেশ করে। আব্বাসীয় যুগে এসে আরবি অনুবাদের বিকাশ পুরোমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবি অনুবাদ সাহিত্যে বরেণ্য প্রতিভার কৃতি ও কৃতিত্ব আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিশ্ব সাহিত্যে আরবি ভাষাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। প্রবন্ধে আব্বাসীয় যুগসহ আধুনিক যুগের বরেণ্য আরবী অনুবাদকদের জীবন ও অবদান আলোচিত হয়েছে।

২. অনুবাদ পরিচিতি

অনুবাদের আরবি হলো, الترجمة (তরজমা)। এই শব্দের উৎপত্তি ফারসি থেকে হলেও পরবর্তীতে আরবিতে ব্যবহার হয়েছে।[১] অর্থ– অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা।[২] অন্য ভাষায় বর্ণনা করা বা স্পষ্ট করা।[৩] ব্যক্তির অনুবাদ হলো– তার জীবন-বৃত্তান্ত।[৪]

অনুবাদের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন– ড. ইয্যুদ্দিন মুহাম্মাদ নাজিব বলেন, الترجمة هي نقل الكلام من لغة الى لغة اخر. 'অনুবাদ হলো– এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বক্তব্য ভাষান্তর করা।'[৫]

আবদুল আলিম আস-সাইয়্যেদ আল-মানসি ও আবদুল্লাহ আবদুর রায্যাক বলেন,

الترجمة تعني نقل الافكار والاقوال من لغة الى اخرى مع المحافظة على روح النص المنقول.

'অনুবাদ মানে প্রেরিত পাঠ্যের চেতনা রক্ষা করে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ধারণা এবং বাণী ভাষান্তর করা।'[৬]

মাওহুব ইব্ন আহমাদ আল-জাওয়ালিকী বলেন, الترجمة هي تفسير لسان بلسان اخر. 'অনুবাদ হলো একটি ভাষাকে অন্য ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা।'[৭]

এসব পরিভাষাগত সংজ্ঞাগুলোর উপর ভিত্তি করে বলা যায়– অনুবাদ এমন একটি প্রক্রিয়া যা পাঠ্যকে উৎস ভাষা থেকে লক্ষ্য ভাষায় একটি সমতুল্য পাঠ্যে রূপান্তর করে। বিজ্ঞান, কলা এবং তথ্যবিজ্ঞানের মৌখিক বা লিখিত বিষয়গুলোকে স্বেচ্ছায় অন্য ভাষীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুবাদ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৩. অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অনুবাদ মানুষের মধ্যে জ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রিকরা পাটিগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে প্রাচীন মিসরে পণ্ডিতদের পাঠাতো। তাঁরা সেখান থেকে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদ করে দেশে ফিরতো। রোমানরা গ্রিকদের কাছ থেকে সাহিত্য ও দর্শন অনুবাদ করে। আরবরা ল্যাটিন ও গ্রিক থেকে ভাষান্তর করে। মধ্যযুগে এসে ইউরোপীয় দেশগুলো আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ ও ভাষান্তর করে। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। আরব ইতিহাসে অনুবাদের ভূমিকার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। খলিফারা বুঝতে পেরেছিলেন– প্রথম বিজয়ের যুগে রাষ্ট্রীয় সংগঠন, আইন, সংগ্রহ, প্রশাসন ও আর্থিক বিষয়ে বিস্তৃত শূন্যতা পূরণ করতে হবে। এ কারণেই উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (৬৮৬-৭০৫ খ্রি.) সরকারি নথিপত্র আরবিতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন এবং দ্রুত বাইজান্টিয়ান, পারস্য এবং গ্রিসের ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেককে এই ক্ষেত্রে তাঁদের ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।[৮] এরপর অনুবাদ আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে। খলিফা আল-মামুনের শাসনকাল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে আব্বাসীয় ইতিহাসের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চরম শিখরে উপনীত হয়। আল-মামুনের রাজদরবার হয়ে ওঠে জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, হাদিসবেত্তা ও মনীষীদের মিলনমেলা। খলিফা উদার হস্তে এসব গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি সিরিয়া, এথেন্স, এশিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ হতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে নেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, গ্যালেন, হিপোক্রিটাস প্রভৃতি দার্শনিকের গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে পরিচিত হয়। একদেশের মানুষ অন্যদেশের মানুষের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, চিন্তাভাবনা, শিষ্টাচার, আচরণ, ইতিহাস এমনকি তাদের ভূখণ্ড ও ভূগোল সম্পর্কেও জানতে পারে। টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি এবং গোর্কির মতো রাশিয়ান লেখকদের অনুবাদের দ্বারা এদেশের মানুষের সাথে তাদের পরিচয়, চরিত্র, জীবনধারা এবং তাদের ভূমির সাথে পরিচয় হয়েছে। একইভাবে ফরাসি বা ইংরেজি সাহিত্যের লেখকদের সাথে পরিচয় হয়েছে অনুবাদের মাধ্যমে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে এ দেশের মানুষের পরিচয় হয়েছে অনুবাদের মাধ্যমে। পৃথিবীতে অনেক ভাষার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সাথে সাথে অন্য ভাষা তার স্থান দখল করে নিয়েছে। এ মৃত্যু শুধুমাত্র ভাষার ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং শব্দ, ভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে অনুবাদ মানুষকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য অর্জন এবং সংরক্ষণ করার সুযোগ করে দেয়। যেমন– গিলগামেশের মহাকাব্যের (Epic of Gilgamesh) কথা বলা যায়। এই মহাকাব্যটি প্রাথমিকভাবে সুমেরীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু সে ভাষা হারিয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা আজ পর্যন্ত এর মূলগ্রন্থ খুঁজে পাননি। তবে আক্কাদিয়ান ভাষায় এর অনুবাদটি আজ পর্যন্ত এটিকে টিকিয়ে রেখেছে।[৯] সংখ্যালঘু অনেক জাতি বাণিজ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের জন্য উন্নত জাতি-গোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনুবাদের উপর নির্ভর করে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অর্জনে অনুবাদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়, যখন দু'টি মানুষ বা দু'টি জাতির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ হয়। আজকে মানুষ দিনে দিনে একে অপরের কাছাকাছি আসছে। এর কারণ– সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া, যার মেরুদণ্ড হলো– অনুবাদ। অনুবাদ বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়া কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন বাজারে তাদের নাগাল প্রসারিত করার সুযোগ উন্মুক্ত করছে। এর মাধ্যমে তারা অন্যান্য দেশের গ্রাহক ও অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে।[১০]

৪. আরবি অনুবাদ

আরব ভূ-খণ্ড এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বিশাল উপদ্বীপ। যা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিন মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আরবের এ ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভূ-প্রকৃতি আরববাসীদের জীবনে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। এর উত্তরে ইরাক, ট্রান্স-জর্ডান ও সিরিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে আরব ভূ-খণ্ড সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এর আয়তন ১০, ২৭, ০০০ বর্গমাইল (২৬,৫৮,৭৮১ বর্গকিলোমিটার)। আরব ভূ-খণ্ড তিন দিকে সমুদ্র ও একদিকে স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত বলে একে 'জাযিরাতুল আরব' বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়।[১১] প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা বাণিজ্যের জন্য অন্যান্য দেশে যাতায়াত করতো। তারা শীতকালে শামদেশে এবং গ্রীষ্মকালে ইয়ামানে সফর করতো। ফলে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তাদেরকে পরস্পরের মাঝে ভাব-বিনিময় করতে হতো। দোভাষীর অনুবাদের মাধ্যমেই তা সম্পাদন হতো। মহান আল্লাহ্ তাদের সফরের বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ﴾

'কুরাইশের আসক্তির কারণে, তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মের সফরের। অতএব তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রবের'।[১২]

এখানে শীত ও গ্রীষ্মের সফরের অর্থ হলো– গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি দেশ ছিল শীত প্রধান। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরব তথা ইয়ামানের দিকে। কারণ সেটি উষ্ণতাপ্রবণ এলাকা। এ বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমেই প্রাচীনকালে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রবেশ করে। এছাড়া হজকে কেন্দ্র করে মক্কায় হজের মৌসুমে নানা অঞ্চলের মানুষের সমাগম হতো। সেখানেও অনেক সময় অনুবাদের প্রয়োজন হতো। তবে অনুষ্ঠানিক অনুবাদ হিসেবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আরবি অনুবাদের কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[১৩] ঐতিহাসিক ব্রুকালম্যানের মতে, ইঞ্জিলের আরবি অনুবাদই হলো– প্রথম আরবি অনুবাদ। তিনি বলেন,

إذا صرفنا النظر عن ترجمات قديمة للإنجيل قد ترجع إلى زمن الجاهلية.

অর্থাৎ যদি আমরা ইঞ্জিলের প্রাচীন অনুবাদ অনুসন্ধান করি তা জাহিলি যুগের দিকে ফিরে যাবে।[১৪]

প্রাচীন পারস্য সম্রাট কিসরা যিনি খসরু পারভেজ নামে পরিচিত ছিলেন।[১৫] তাঁর রাজত্বকালে তাঁর দরবারে বিদেশি ভাষা থেকে আরবি ভাষায় এবং আরবি ভাষা থেকে বিদেশি ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি বিশেষ দফতর ছিল। এ দফতরে অনুবাদকর্মে নিয়োজিত ছিলেন– যায়েদ আল-'ইবাদী ও তাঁর ছেলে 'আদী (মৃ. ৫৮৫/৫৮৭ খ্রি.)। [১৬] এছাড়া মক্কার কিছু মানুষ তাওরাত ও ইঞ্জিলের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা (তাওরাতের ভাষা) 'হিব্রু' এবং (ইঞ্জিলের ভাষা) 'আরামি' বা 'ইবরানি' ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন ওরাকা ইব্ন নাওফেল[১৭] (মৃ. ৬১০ খ্রি.)। তিনি ইবরানি ভাষা জানতেন। তিনি ইঞ্জিলগ্রন্থকে আরবি অনুবাদ করে আরবদের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন।[১৮] ইসলাম পূর্ব-যুগে এভাবে অনুবাদ চর্চা হয়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির (৬১০ খ্রি.) মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাব হয়। ইসলাম সার্বজনীন দ্বীন। কিয়ামত অবধি সব ভাষা, অঞ্চল, বর্ণ ও গোত্রের সব মানুষের জন্য ইসলাম প্রযোজ্য। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সা. সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

'আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'।[১৯] ইসলামের মূল উৎস কুরআনুল কারিম আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বিশ্বের অসংখ্য ভাষার মধ্যে এই ভাষাকে তাঁর মহাগ্রন্থের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

'আমিই আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।'[২০]

রাসূলুল্লাহ সা. আরবিভাষী হওয়ায় তাঁর কথা, কাজ ও সম্মতি হাদিস নামে আরবি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাজেই আরবি ইসলাম ধর্মের দাপ্তরিক ভাষা। পৃথিবীর সব মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে অনুবাদের অপরিহার্যতা অতি প্রাসঙ্গিক। ইসলাম বিস্তৃতির সাথে সাথে অনুবাদকর্মও ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানরা অনেক ভাষায় কুরআনুল কারিম অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশ ও জনগণের মধ্যে ধর্মীয় গ্রন্থ এবং সরকারি নথির প্রচারে অনুবাদের বিস্তৃতি ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সা.- এর সময়ে নানা কারণে বিভিন্নভাবে অনুবাদচর্চা হয়েছে। প্রথম দিকে সীমিত পরিসরে শুধু মৌখিক অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা লিখিতরূপে প্রবেশ করে। আব্বাসীয় যুগে এসে অনুবাদের বিকাশ পুরোমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. প্রতিভাবান আরবি অনুবাদকদের কৃতি ও কৃতিত্ব

অনুবাদ সাহিত্যে আরব অনুবাদকদের কৃতি ও কৃতিত্ব অপরিসীম। আরবি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানি করতে আরবিভাষী অনুবাদকদের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এখানে বরেণ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

৫. ১. ইব্নুল মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)

ইব্নুল মুকাফ্ফা আব্বাসীয় আমলের প্রথিতযশা একজন সাহিত্যিক, লেখক ও সফল অনুবাদক। পারসিক বংশোদ্ভূত এবং আরব পরিবেশে লালিত– এ পণ্ডিত আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। ফারসি থেকে আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান সর্বমহলে স্বীকৃত। নাম– রুযাবাইহ্ ইব্ন দাদ্ওয়াইহ।[২১] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর নাম রাখেন– আবদুল্লাহ, আবূ মুহাম্মাদ।[২২] তখন থেকে তিনি পরিচিতি লাভ করেন আবদুল্লাহ ইব্নুল মুকাফ্ফা নামে। তাঁর জন্ম সন নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও অধিকাংশের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি

১০৬ হি. মোতাবেক ৭২৪ খ্রি. পারস্যের 'জুর' নামক স্থানে (বর্তমানে ফিরোজাবাদ) জন্মগ্রহণ করেন।[২৩] কর্মজীবনে তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও লেখক। তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। মনে করা হয়– সাহাবিদের পর অনারবদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক ধীশক্তিসম্পন্ন কেউ ছিল না।[২৪] তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সে উমাইয়্যা শাসকদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। আব্বাসী শাসনামলেও তিনি বসরার গভর্ণর সুলায়মান ইব্ন আলী এবং আহওয়াজের গভর্ণর ঈসা ইব্ন আলীর দরবারে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।[২৫] ঈসা ইব্ন আলী আব্বাসী খলিফা আবূ জা'ফর আল-মানসূরের চাচা ছিলেন। তাদের হাত ধরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৬] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মনীষী মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৪২ হি. মোতাবেক ৭৫৯ খ্রি. বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৭] খলিফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর আস-সাফফাহ তাঁর অধীনস্থ বসরার আমির সুফিয়ান ইব্ন মুয়াবিয়া আল-মুহালাবির প্রতি ইব্নুল মুকাফ্ফাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ পেয়ে বসরার আমির তাকে হত্যা করেছিলেন।[২৮] নিশ্চিতভাবে জানা জায় না যে, খলিফা কেন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁর সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে খলিফার ক্রোধের শিকার হন।[২৯]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি আরবি সাহিত্যজগতে অনুবাদের মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে যা কল্যাণকর মনে করেছেন তিনি আরবি অনুবাদ করেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের[৩০] আলোচনা করা হলো–

১. কালিলা ওয়া দিমনা (كليلة ودمنة): এ গ্রন্থটি ইব্নুল মুকাফ্ফাকে বিশ্বময় পরিচিত করেছে। তিনি এটি পাহলভি (প্রাচীন ফারসি) ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। পশুপাখির ভাষায় শিক্ষামূলক সুবিখ্যাত এ গল্পগ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আরবি সাহিত্যে শিল্পকলা ও সুকুমার সাহিত্যের বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর এ অনুবাদ থেকে গ্রন্থটি পরবর্তীতে পৃথিবীর প্রায় ৪০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৩১]

২. কিতাবু মাযদাক (كتاب مزدك): এটি মূলত পারসিক ধর্মসংস্কারক মাযদাকের জীবনীগ্রন্থ।

৩. সিয়ারু মুলুকিল আজম (سير ملك العجم): এটি পাহলভি ভাষায় রচিত ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'খোদাইনামা'-এর আরবি অনুবাদ।

৪. কিতাবুল আইন (كتاب العين): এটি পাহলভি ভাষায় রচিত 'আঈন নামা' গ্রন্থের আরবি অনুবাদ। এ গ্রন্থটি 'কিতাবুর রুসূম' (كتاب الرسوم) নামেও অভিহিত করা হয়।

৫. কিতাবুত তাজ ফী সীরাতি আনুশিরওয়ান (كتاب التاج في سيرة انوشروان): পাহলভি ভাষায় রচিত বাদশাহ আনুশিরওয়ানের জীবন-চরিতগ্রন্থের আরবি অনুবাদ।

৬. আলমাদখাল (المدخل): পরপোরিওস রচিত ইসাগোজি (ايساغوجي) গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ।

৭. তারিখু মুলূকুল ফারস (تاريخ ملوك الفرس): এটি সাসানী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় থেকে পতন পর্যন্ত সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত خرابناسة গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ। ঐতিহাসিক তাবারী تاريخ الامم والملوك গ্রন্থের সাসানী জাতির ইতিহাস রচনায় এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন।

৮. আইননামা (اين نامة): এটি ইব্নুল মুকাফ্ফা অনূদিত আরেকটি গ্রন্থ। এটি পারস্য সাম্রাজ্যের আইন ও শাসনব্যবস্থা এবং পারসিক জাতির ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আচার-উৎসব ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ছাড়াও তিনি অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যাবিষয়ক তিনটি গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেন।

৫. ২. জরজীস ইব্ন বখতিশু (মৃ. ৭৬৯ খ্রি.)

আব্বাসী আমলে আরবি অনুবাদের অগ্রগতিতে বখতিশু' পরিবারের অনন্য অবদান রয়েছে। এ পরিবারের যারা আরবি অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন– জারজীস ইব্ন বখতিশু' তাদের অন্যতম। নাম– জরজীস ইব্ন বখতিশু। তিনি আবূ জিব্রাঈল উপনামে পরিচিত ছিলেন। বখতিশু পরিবারে তিনিই সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জন্ম সাল জানা যায় না। তিনি সিরিয়ার জুন্দিশাপুর হাসপাতালে কর্মরত একজন চিকিৎসক ছিলেন। ১৪৮ হিজরিতে খলিফা মানসুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং খলিফা মানসূরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খলিফা হারুন, আমীন, মামুন, আল-মু'তাছিম, আল-ওয়াছিক ও আল-মুতাওয়াক্কিলের খিদমতে কাজ করেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, যার সমকক্ষ অর্থ উপার্জন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৩২] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ চিকিৎসক ১৫২ হি. মোতাবেক ৭৬৯ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[৩৩]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: খলিফা মানসূরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাগদাদের চিকিৎসালয় 'বিমারিস্তান' -এর চিকিৎসদের অধ্যয়নের জন্য চিকিৎসাবিষয়ক গ্রিক ও ফারসি গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করেন।[৩৪] বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক রচনা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো– 'কিতাবুল আখলাত'। এছাড়া তাঁর চিকিৎসাবিষয়ক 'কিতাবুল কুন্নাশ' গ্রন্থটি হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। বাগদাদে এটি চিকিৎসাবিষয়ক প্রথম আরবি অনূদিত গ্রন্থ।[৩৫]

৫. ৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন বাত্‌রিক (মৃ. ৮১৫ খ্রি.)

ইয়াহইয়া ইব্‌ন বাত্‌রিক– আব্বাসীয় যুগের একজন চিকিৎসাবিদ এবং খলিফা মামুনের সহযোগী ছিলেন। তিনি ল্যাটিন (বর্তমান রোমকদের) ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন বাত্‌রিক। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।[৩৬] কর্মজীবনে তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অনুবাদের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তিনি ২০০ হি. মোতাবেক ৮১৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩৭]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি খুব সফলভাবে অনেক নামি-দামি গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেছেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন জুলজাল বলেন– **كان امينا على الترجمة حسن التعدية للمعاني وترجم كثيرا من كتب العوائل** অর্থাৎ তিনি অনুবাদে বিশ্বস্ত, অর্থ উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথাযথ এবং প্রাচীন অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।[৩৮] তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ[৩৯] নিম্নরূপ:

১. কিতাবুস সিয়াসাহ্ ফী তাদবীরির রিয়াসাহ্ (**كتاب السياسة في تدبير الرئاسة**): এটি মূলত, অ্যারিস্টটলের Politics গ্রন্থ। তিনি কিতাবুস সিয়াসাহ ফী তাদবীরির রিয়াসাহ (**كتاب السياسة في تدبير الرئاسة**) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন।

২. আল-মাকূলাতুল 'আশার (**المقولات العشر**): এটি অ্যারিস্টটলের Categories গ্রন্থ। তিনি আল-মাকূলাতুল 'আশার (**المقولات العشر**) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন।

৩. কিতাবুস আরবায়াহ (**كتاب الاربعة**): এটি টলেমির একটি গ্রন্থ। তিনি কিতাবুস আরবায়াহ (**كتاب الاربعة**) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন।

৪. মুহাওয়ারাতু তিমাওয়াস (**محاورة تيماوس**): এটি প্লেটোর Timaeus গ্রন্থ। তিনি মুহাওয়ারাতু তিমাওয়াস (**محاورة تيماوس**) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন।

৫. ৪. সাহাল ইব্‌ন হারূন (মৃ. ৮৩০ খ্রি.)

পারসিক বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত এ মনীষী আব্বাসীয় যুগের সমসাময়িক পণ্ডিতদের অন্যতম। তিনি একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক। নাম– সাহাল ইব্‌ন হারূন। তিনি ইরাকের বসরা নগরীর নিকটবর্তী 'দাস্তামিস্তান' নামক স্থানে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[৪০] বসরা তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল। তিনি সেখানেসহ আরব নগরী বাগদাদ, দামিস্ক ও মক্কায় জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করেন।[৪১] বাগদাদে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা, মেধা ও বিচক্ষণতা ছড়িয়ে পড়লে খলিফা হারুনের দরবারে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রথমে তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদ আল-বারমাকির (১২০-১৯০ হি.) 'কাতিব' (লেখক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালিদ আল-বারমাকির পর তিনি তাঁর স্থান দখল করেন। খলিফা হারূন তাঁকে তৎকালীন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র 'বাইতুল হিকমাহ'[৪২]-এর কাতিব (লেখক) এবং এর গ্রন্থসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। খলিফা হারুনের পর খলিফা মামুন তাঁকে প্রথমে তাঁর গ্রন্থাগার- 'খাজানাতুল মামুন' এবং পরবর্তীতে 'বাইতুল হিকমাহ' পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪৩] তিনি ৮৩০ খ্রি. বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তাঁর তত্ত্বাবধানে 'বাইতুল হিকমাহ' থেকে গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় ভাষার অনেক মৌলিক গ্রন্থাবলি আরবি করা হয়।[৪৫] তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. তাদবীরুল মালিক ওয়ার রিয়াসাতি (**تدبير الملك والرئاسة**), ২. আল-আখওয়াত (**الاخوات**), ৩. আল-মাসাইল (**المسائل**), ৪. রিসালাতুল বুখলি (**رسالة البخل**)

৫. ৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.)

বাগদাদের বিখ্যাত অনুবাদক, অন্যতম গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও ইতিহাসবিদ হলেন– মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিজমী। তিনি গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁকে বীজগণিতের জনক বলা হয়। নাম– আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিজমী। তিনি ৭৮০ খ্রি. মোতাবেক ১৬৪ হি. জন্মগ্রহণ করেন।[৪৬] আব্বাসী খলিফা মামুনের সাথে তাঁর যোগাযোগ হলে তিনি বাইতুল হিকমাহ্য় এসে কাজে নিয়াজিত হন। প্রথমে তিনি গ্রিক গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেন। পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচক্ষণতার জন্য খলিফা মামুন তাঁকে 'বাইতুল হিকমাহ'- এর প্রধান নিযুক্ত করেন।[৪৭] তিনি ৮৫০ খ্রি. মোতাবেক ২৩৫ হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৪৮]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'হিসাবুল জাবার ওয়াল মুকাবালাহ্' (حساب الجبر والمقابلة) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ– এ অনুবাদটির মাধ্যমেই আরবদের মাঝে বীজগণিত ও শূন্যের পরিচিতি ঘটেছে। তিনি গণিতশাস্ত্র বিশেষত 'আল-জাবরা' তথা বীজগণিত গবেষণায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বীজগণিতকে তিনি গণিতশাস্ত্র হতে স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাইতুল হিকমাহ্য় গণিতকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯] তাঁকে প্রথম মুসলিম গণিতবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় সংখ্যা ও গণনা পদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁর রচনাবলিতে ব্যবহার করেন। তিনি খলিফা মানসূরের সময় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আরবি অনূদিত 'আস-সিন্দু হিন্দ আল-কাবীর' (السند هند الكبير) গ্রন্থটি 'আস-সিন্দু হিন্দ আস-সাগীর' (السند هند الصغير) নামে পুনরায় অনুবাদ করেন।

৫. ৬. ইউহান্না ইব্ন মাসুভীয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)

জুন্দিশাপুর ও বাগদাদের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, অনুবাদক এবং খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী পণ্ডিত হলেন– ইউহান্না ইব্ন মাসুভীয়াহ। নাম– আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন মাসুভীয়াহ। তিনি ইউহান্না ইব্ন মাসুভীয়াহ নামে পরিচিত। তিনি ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৫০] তিনি খলিফা হারূন, আমীন ও মামুনের দরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেদমত করেন। তিনি খলিফা হারুনের নির্দেশে মুসলিম বিজয় পরবর্তী আঙ্কারা ও আম্মুরিয়াসহ রোমান সাম্রাজ্যের চিকিৎসা বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁর পরামর্শে খলিফা 'বাইতুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁকে এর অনুবাদ বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন লেখক কাজ করতেন। তিনি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচীন গ্রন্থাবলির যথাযথ অনুবাদ করে পরিচিতি লাভ করেন।[৫১] খলিফা মামুন ৮৩০ খ্রি. তাঁকে 'বাইতুল হিকমাহ'-এর পরিচালক নিয়োগ করেন। তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে ৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সামিরা শহরে ইন্তিকাল করেন।[৫২]

৫.৭. আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)

মুসলিমদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র প্রচলনের পথিকৃৎ এবং আরবদের প্রথম দার্শনিক হিসেবে পরিচিত একজন সফল অনুবাদক হলেন– আলকিন্দী। তিনি গ্রিক ও সুরিয়ানি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। নাম– আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আল-কিন্দী। তিনি আল-কিন্দী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০১ খ্রি. মোতাবেক ১৮৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৩] তিনি ছোট বেলায় কুফায় ইমাম আজম আবূ হানিফা রহ.-এর মজলিসে বসতেন। খলিফা হারূন ও মাহদীর শাসনকালে তাঁর পিতা কুফার শাসক ইসহাকের সাথে বাগদাদে লালিত পালিত হন। বসরা ও বাগদাদে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খলিফা মামুন ও আল-মুতাছিমের সময়ে বাগদাদে গ্রিক গ্রন্থের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার হিসেবে কাজ করেন। ইসলামি বিশ্বে তিনি গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় দর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সম্পর্কে ইবনে নাদীম বলেন,

كان فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها ويسمى فيلسوف العرب وكتبه في علوم مختلفة

'তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে সম্মানী ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুব সহজে একক আধিপত্য বিস্তারকারী। তাকে আরবদের দার্শনিক বলা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ রয়েছে।'[৫৪]

তিনি খলিফা মামুনের শাসনকালে বাগদাদে অবস্থান করেন এবং বাকি জীবন সেখানে কাটিয়ে ৮৭৩ খ্রি. মোতাবেক ২৬০ হিজরিতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি গ্রিকদের অনেক গ্রন্থ বিশেষত অ্যারিস্টটলের দর্শনবিষয়ক গ্রন্থসমূহের আরবি অনুবাদ করেন। এসব গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন পাঠকদের বোধগম্য রীতি অবলম্বন করার ফলে সকলেই তা সহজে গ্রহণ করেন।[৫৫] তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও যুক্তিবিদ। ইবনে নাদীম তার লেখা ৩৬১টি গ্রন্থকে মোট ১৭টি গ্রুপে ভাগ করেছেন।[৫৬] তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদের মধ্যে রয়েছে টলিমির 'আল-মাজিস্তি' এবং জালিয়ানুসের 'আল-আদভিতুল মুফরাদাহ'।

৫. ৮. হুনাইন ইব্ন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)

খলিফা মামুনের সময়কালের বিখ্যাত চিকিৎসক ও অন্যতম অনুবাদক এই মনীষী বাগদাদের রাজদরবারের চিকিৎসক ও বাইতুল হিকমাহ-এর অনুবাদ বিভাগের পরিচালক ছিলেন। নাম– হুনাইন ইব্ন ইসহাক আল-ইবাদী। উপনাম– আবূ যায়েদ। তিনি ৮০৮ খ্রি. সিরিয়ার আল-হিরা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৭] হুনাইন- ইউহান্না ইব্ন

মাসুভীয়াহ এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সমকালীন প্রধান চারটি ভাষা- গ্রিক, ফারসি, সুরইয়ানি ও আরবিতে দক্ষ ছিলেন।[৫৮] ফলে মাত্র ১৭ (সতের) বছর বয়সে অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে জুন্দিশাহপুর বিদ্যালয়ের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। দক্ষতার বলে তিনি সমকালীন অনুবাদকদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। খলিফা হারূন ‘বাইতুল হিকমাহ’ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁকে অনুবাদ বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৫৯] শুধু বাইতুল হিকমাহ-এর গ্রন্থ অনুবাদেই তিনি তুষ্ট হননি। বরং প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল, এশিয়ার মাইনর, সিরিয়া ও রোম ভ্রমণ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন। তিনি ৬২০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৬০]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি একজন সফল অনুবাদক ছিলেন। আসলে তাঁর পরিবারটাই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি পরিবার। তাঁর পরিবারের আরো অনেকে অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এ বংশটিকে ‘মাদরাসাতু হুনাইন’ তথা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।[৬১] তাঁর অনুবাদের প্রশংসা করে তাঁর শিক্ষক মাসুভীয়াহ বলেন,

إن هذا الذي فعله لا يستطيع عقل بشري أن يصوغه تلك الصناعة الرائعة، إنه والله إلهام من الروح القديم.

অর্থাৎ তিনি যে চমৎকার কাজ করেছেন– তার অনুরূপ কোনো কিছু আবিষ্কার করা মানুষের জ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয়। এতো স্রষ্টার পক্ষ থেকে ইলহাম বা প্রত্যাদেশ।’[৬২]

তিনি জালিয়ানুস (১২৯-২০০ খ্রি.), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.), হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.) ও টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) এর গ্রন্থসমূহ আরবি অনুবাদ করেন। অবশ্য জালিয়ানুসের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ তাঁর অনুবাদে প্রাধান্য পেয়েছে।[৬৩] তিনি প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রায় **১১২**টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত গ্রন্থ[৬৪] হলো–

১. কিতাবুন ফীল ইজাম (كتاب في العظام), ২. কিতাবুন ফীল ‘উরূক্ব (كتاب في العروق), ৩. কিতাবুল ‘ইলাল ওয়াল আমরাদ (كتاب العلل والأمراض), ৪. কিতাবুত তাশরীহ (كتاب التشريح), ৫. কিতাবুন নাবদিল কাবীর (كتاب النبض الكبير), ৬. কিতাবুন ফী ‘ইলমি আবক্বারাত্বি বিত-তাশরীহ (كتاب في علم أبقراط بالتشريح), ৭. কিতাবু ফী তাশরীহির রিহম (كتاب في تشريح الرحم), ৮. কিতাবুন ফী হারাকাতিস সাদরি ওয়ার রিআত (كتاب حركة الصدور الرئة), ৯. তাফসীরু কিতাবিল জানীনি লি-আবকারাত (تفسير كتاب الجنين لأبقراط), ১০. কিতাবুল বাউল (كتاب البول)

৫. ৯. কুসতা ইব্ন লাওকা আল-বাল‘আকী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.)

আবুস সাকার ইসমাঈল ইব্ন বুলবুল কুসতা ইব্ন লাওকা। তবে তিনি কুসতা ইব্ন লাওকা নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননের বা‘লাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৫] তিনি পশ্চিমাদের কাছে ‘কন্সটেবুলাস’ (Constabulas) নামেও পরিচিত ছিলেন।[৬৬] সিরিয়ার এ খ্রিষ্টান পণ্ডিত– গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি আরবি, সুরইয়ানি ও গ্রিক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং গ্রিক ও সুরইয়ানি গ্রন্থের আরবি অনুবাদে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। খলিফা আবূ জা‘ফর আল-মনসুর (১৩৬-১৫৭ হি./৭৫৮-৭৭৪খ্রি.) বাগদাদ থেকে বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছে গ্রিক বইয়ের অনুবাদের জন্য প্রেরিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মিশনগুলোর একটির নেতৃত্বে ছিলেন– কুসতা ইব্ন লাওকা। সম্রাট খলিফার অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন এবং মিশনটি ইউক্লিডের ফান্ডামেন্টালসহ অনেক বই পেয়েছিল।[৬৭] তাঁর মৃত্যু সাল নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় তিনি ২৮৬ হি. /৮৯৯ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। অন্য বর্ণনা মতে তিনি ৩১০হি. / ৯২২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। আরেক বর্ণনায় মতে তিনি ৩০০ হি. / ৯২০ খ্রি. আর্মেনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[৬৮]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি প্রাচীন অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে তা আরবি অনুবাদ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রায় ১২টি অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস, দর্শন, প্রকৌশল, সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর শ খানেক বই রয়েছে। আরবি অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো,

১. ইউক্লিড্স-এর ‘কিতাবুল উসুল’ (كتاب الاصول), ২. প্লেটোর ‘উসুলুল হান্দাসাহ্’ (اصول الهندسة), ৩. কিতাবুন ফীল ফাল্লাহাতিল ইউনানিয়্যাহ্ আও আর-রুমিয়্যাহ্ (كتاب في الفلاحة اليونانية أو الرومية), ৪. কিতাবু তাহরীরিল মাসাকিনি বিল-ফালাক (كتاب تحرير مساكين بالفلك), ৫. কিতাবু তাহরীরি কিতাবিল আকরিলিছাওজুসিইউস (كتاب تحرير كتاب الأكرلثاوذوسيوس)

৫. ১০ সাবিত ইব্ন কারাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)

আবুল হাসান সাবিত ইব্ন কারাহ ইব্ন মারওয়ান। তিনি ২২১ হিজরি মোতাবেক ৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ২৩১ হিজরি মোতাবেক ৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দাজলা ও ফুরাত নদীর তীরবর্তী তুরস্কের হারান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৯] তিনি আরবি ভাষার পাশাপাশি সুরইয়ানি ও গ্রিক ভাষায় দক্ষ ছিলেন। আল-খাওয়ারিজমীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি

তাঁর জ্ঞান-গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা আল-মু'তাসীম-এর কাছে নিয়ে যান। খলিফা তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা ও উপঢৌকন প্রদান করেন।[৭০] তিনি যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ২৮৮ হিজরি মোতাবেক ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৭১]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ১৫০টি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন।[৭২] তাঁর অনূদিত গ্রন্থের অধিকাংশই গণিত বিষয়ে ছিল। তিনি গ্রিক গণিতবিদ ইউক্লিড্স (মৃ. ৩০০ খ্রি. পূ.), আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রি. পূ.), (২৬২-১৯০ খ্রি. পূ.), ইউটুকিউস (৪৮০-৫৪০ খ্রি.)- এর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারসমূহের আরো সমৃদ্ধি করেন। তাঁকে আরবের ইউক্লিড্স বলা হতো।[৭৩] তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদের[৭৪] মধ্যে রয়েছে– ১. কিতাবুল মাদখাল ইলা ইলমিল 'আদদ (كتاب المدخل الى علم العدد), ২. গ্যলান রচিত– কিতাবুল কীমূস (كتاب القيموس), ৩. টলেমী রচিত– কিতাবু জিওগ্রাফিয়া ফিল মা'মুরাতি ওয়া ছিফাতিল আরদ (كتاب جغرافيا في المعمورة وصفة الأرض), ৪. আর্কিমিডিস রচিত– কিতাবুল উসুলিল হান্দাসাহ্ (كتاب الاصول الهندسة), ৫. আপোল্লোনিয়ুস রচিত– ক. রিসালাতুন ফিল মাখরুতাত (رسالة في المخروطات), খ. রিসালাতুন ফিদ দাওয়াইরিল মুতামাস্সাহ্ (رسالة في الدوائر المتماسة), ৬. কিতাবুল আশকালিল কাররিয়্যাহ্ (كتاب الاشكال الكرية), ৭. কিতাবুল কারাতিল মুতাহাররিকাহ্ (كتاب الكرة المتحركة)

৫. ১১ আবূ বিশ্‌র মুতী ইব্‌ন ইউনুস (৮৭০-৯৪০ খ্রি.)

আবূ বিশ্‌র মুতী ইব্‌ন ইউনুস। তিনি ৮৭০ খ্রি. বাগদাদের নিকটবর্তী নাস্তুরি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৫] তিনি গ্রিক বংশোদ্ভূত ছিলেন। খলিফা রাদী-এর শাসনকালে বাগদাদে লালিত-পালিত হন। খ্রিষ্টান এ পণ্ডিত ৯৪০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৭৬]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: ৩২০ হি. সালে তিনি বাগদাদে একটি অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটল, পুরফেরী ও থিমিস্তিয়াস ও অ্যাপ্রোডিয়াস আলেকজান্ডরের অনেক বই আরবি অনুবাদ করেন।[৭৭] তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদের[৭৮] মধ্যে রয়েছে– **আল-বুরহান** (البرهان) : এটি অ্যারিস্টটলের Posterior Analyties গ্রন্থ যা ইসহাক ইব্‌ন হুনাইন কর্তৃক সুরইয়ানি অনুবাদ থেকে তিনি আরবি অনুবাদ করেন। ফান্নুশ শি'র (فن الشعر) : এটিও এরিষ্টটলের Poetics গ্রন্থ যাকে সুরইয়ানি অনুবাদ থেকে তিনি আরবি অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি অ্যাপ্রোডিয়াস আলেকজান্ডারের Metaphysics, On Generation and Corruption, De Caelo, On Providence আরবি অনুবাদ করেন।

৫. ১২ আল-জাহিয (৭৭৩-৮৭০খ্রি.)

আবূ উসমান আমর ইব্‌ন বাহর আল-বসরী আল-কিনানী। তবে তিনি বিস্ফারিত চোখের জন্য আল-জাহিয নামে বেশি পরিচিত।[৭৯] তিনি ১৫৫ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা মাহদির শাসনামলে (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।[৮০] তিনি ৭৭৬ থেকে ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আব্বাসীয় যুগে বসরায় বাস করতেন।[৮১] তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত এবং তাদের অন্যতম ছিলেন, যাদের প্রভাবে আরবি গদ্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। তিনি শব্দগুলোকে অভিযোজিত করেছিলেন এবং শৈল্পিকরূপ দিয়েছিলেন। আরবি ভাষাবিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে তাঁর জীবনের বড় অংশ অতিবাহিত হয়েছে। সাধারণত তিনি খুব রসিক ছিলেন এবং খলিফাদের সাথে তোষামোদ করতেন।[৮২] আল-জাহিয হেমোলাইটিক রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আবেগের তীব্রতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাঁর অসুস্থতা তাঁকে জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ২৫৫ হিজরির কোনো এক রাতে এক দোকানে বই পড়ার সময় তাঁর ওপর বই পড়ে যায় এবং তিনি চাপা পড়ে মারা যান।[৮৩]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনিই প্রথম অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি নজর দিয়ে এটিকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে কথা বলেছিলেন। অনুবাদের নানা শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন এবং অনুবাদ অনুশীলন করেছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটলের দ্য বুক অফ অ্যানিমালস (كتاب الحيوان) নামে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন, যা এ বিষয়ে আরবিতে প্রথম বই ছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১. আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন (البيان والتبيين), ২. কিতাবুল বুখালা (كتاب البخلاء), ৩. কিতাবুল গিলমান (كتاب الغلمان), ৪. কিতাবু মাসায়িলিল কুরআন (كتاب مسائل القران), ৫. কিতাবুল কিমিয়া (كتاب الكيمياء)

৫. ১৩ আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খ্রি.)

তিনি একাধারে সাহিত্যিক, অনুবাদক, গবেষক, ফিকাহ্‌বিদ, হাদীসবিশারদ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও মিশরীয় লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। নাম–আহমাদ আমীন ইবরাহীম আত-ত্বব্বাখ। কায়রোর

মানশিয়া মহল্লায় ১ অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ১৩০৪ হিজরিতে জন্মলাভ করেন।[৮৪] তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার রাতিবপাশা বিদ্যায়তনে পাঠদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা করেন।[৮৫] এরপর আবার তিনি পড়ালেখায় অভিনিবেশ করেন এবং ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আইন বিষয়ের ওপর উচ্চতর সনদ অর্জন করেন। পরবর্তীতে কিছুদিন শিক্ষকতার পর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিচার বিভাগের বিচারিক পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। আবার ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ২৭ রমজান ১৩৭৩ হিজরি মোতাবেক ৩০ মে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।[৮৬]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি নানা বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি আরবি অনুবাদেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি পূর্বসূরী বিদগ্ধজনদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামী চর্চাকে আধুনিক কালে বিস্তৃত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন এবং সে সব উপাদানসমূহকে আরবি, ফারসি, গ্রিক ও হিন্দি ভাষায় ছড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১. কিস্‌সাতুল ফালসাফাহ্ আল-ইউনানিয়্যাহ্ (قصة الفلسفة اليونانية) বা গ্রিক দর্শনের ইতিহাস। এটি Will Durant রচিত ইংরেজি গ্রন্থ The Story of Philosophy–এর অনুবাদ। আহমদ আমীন ও জুহদি দাফার সহযোগিতায় আরবিতে অনূদিত এ গ্রন্থ আরব পাঠকদের ইউরোপীয় দর্শনের সাথে পরিচিত করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। ২. আল-ইশতিরাকিয়্যাহ্ (الاشتراكية) বা সমাজতন্ত্র। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের বইগুলোর ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করে অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার আকারে রচিত এ গ্রন্থটি একটি বিশ্লেষণাত্মক রচনা। ৩. ইলমুন-নাফ্‌স (علم النفس) বা মনোবিজ্ঞান। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের পরিচয়ধর্মী কয়েকটি গ্রন্থ থেকে অনূদিত অংশ নিয়ে তিনি একত্রে একটি পাঠ্যরূপে উপস্থাপন করেন। ৪. কিস্‌সাতুল আদাব ফিল-'আলম (قصة الأدب في العالم) বা বিশ্বসাহিত্যের গল্প। এটি পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত একটি অনুবাদ-সংকলন, যেখানে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য প্রবণতা আরবি পাঠকদের জন্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া আহমদ আমীন لجنة التأليف والترجمة والنشر (লাজনাতুত তাআলিফ ওয়াত-তারজামাহ্ ওয়ান-নাশর) সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এটি মিশরে প্রতিষ্ঠিত একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, যার মূল লক্ষ্য ছিল– পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সাহিত্য আরবিতে অনুবাদ করে মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনূদিত হয়।

৫. ১৪ মুস্তাফা লুতফী আল-মানফালূতী (১৮৭৬-১৯২৪ খ্রি.)

তিনি একাধারে একজন মিশরীয় কবি, গল্পকার, সাহিত্যিক ও অনুবাদক। আস-সাইয়্যিদ মুস্তাফা লুতফী ইব্‌ন মুহাম্মাদ লুতফী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান লুতফী আল-মানফালূতী। মিশরের মানফালূত নগরে ৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মানফালূত নগরীর বিচারক ছিলেন।[৮৭] তিনি সাংবাদিকতা ও পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।[৮৮] উত্তরকালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ২ জুন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১০ জিলহজ ১৩৪২ হিজরি সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৮৯]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: তিনি গল্পকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও আরবি অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান চোখে পড়ার মতো। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ 'আল 'আবারাত' (العبرات)-এর মধ্যে ৫টি গল্প তিনি অন্য ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছেন। সেগুলো হলো– ১. 'আশ-শুহাদা' (الشهداء), ২. 'আয-যিকরা' (الذكرى), ৩. 'আল-জাযা' (الجزاء), ৪. 'আদ-দাহিয়্যাহ্' (الضحيه), ৫. 'আল-ইন্তিকাম' (الانتقام)। তাঁর আরেকটি গল্পগ্রন্থ 'আন-নাযরাত' (النظرات)-এর কয়েকটি গল্পও অন্যান্য ভাষা থেকে আরবিতে ভাষান্তর করা হয়েছে।

৫. ১৫ মুহাম্মাদ 'ইনানী (১৯৩৯ - ২০২৩ খ্রি.)

ড. মুহাম্মাদ 'ইনানী। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯ সালে মিসরের বুহায়রা জেলার অন্তর্গত রশীদ নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।[৯০] তিনি ছিলেন একজন অনুবাদক, নাট্যকার এবং সাহিত্য সমালোচক। তাকে عميد المترجمين (Dean of translators) এবং شيخ المترجمين (Sheikh of translators) নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ১৯৫৯ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং ১৯৭৫ সালে রিদাং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ অসুস্থতায় পতিত হয়ে ৮৪ বছর বয়সে মারা যান।[৯১]

আরবি অনুবাদে তাঁর অবদান: ড. ইনানীর প্রায় ১৩০টিরও অধিক বই আরবি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আরবিতে অনূদিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ[৯২]–

১. ثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي (Three texts from English Theatre), ২. الفردوس المفقود (Paradise Lost), ৩. ريتشارد الثاني (Richard - II), 8. روميو وجوليت (Romeo and Juliet), ৫. تاجر البندقية (The Merchant of Venice), ৬. عيد ميلاد جديد «التلى هييلي (New Birthday, "Al-Tali Haili"), ৭. يوليوس قيصر (Julius Caesar), ৮. حلم ليلة صيف (A Midsummer Night's Dream), ৯. الملك لير (King Lear), ১০. هنري الثامن (Henry –VIII), ১১. تغطية الإسلام (Covering Islam), ১২. الخطاب والتغير الاجتماعي (Discourse and social change), ১৩. العاصفة (Storm), ১8. القضية الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde), ১৫. الليلة الثانية عشرة: أو ما شئت (Twelfth Night: Or Whatever You Want), ১৬. المثقف والسلطة (The Intellectual and the Authority), ১৭. بناء الثقافات: مقالات في الترجمة الأدبية (Constructing Cultures: Essays in Literary Translation), ১৮. زيتون (Olive), (১৯) ضجة فارغة (Empty noise), (২০) فاوست: صورة مسرحية شعرية للشاعر جوته (Faust: An image of a poetic play by the poet Goethe), (২১) مملكة كنسوكي (Kensuke Kingdom)

৬. উপসংহার

অনুবাদ মানবসভ্যতার এক অনন্য সেতুবন্ধন, যা কেবল ভাষান্তরের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায় না, বরং জাতি, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও সভ্যতার মধ্যকার সংযোগ স্থাপন করে। ইতিহাসের ধারায় অনুবাদই এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিজেদের চিন্তা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমেই মানবসভ্যতা ক্রমে জ্ঞানের আলোকিত পথে অগ্রসর হয়েছে, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের আদান-প্রদান ঘটেছে এবং ভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আরবি অনুবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামপূর্ব যুগে সীমিতভাবে শুরু হলেও ইসলামের আবির্ভাবের পর অনুবাদের জগতে এক নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। কুরআনুল কারিম ও হাদিসের সার্বজনীন বার্তা প্রচার, শাসনব্যবস্থা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে আরবি অনুবাদের বিস্তৃতি ঘটে। বিশেষত আব্বাসীয় যুগে অনুবাদ আন্দোলন এক স্বর্ণযুগের সূচনা করে। এ সময়ের পণ্ডিত, দার্শনিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অনুবাদকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। খলিফা আল-মামুন প্রতিষ্ঠিত 'বাইতুল হিকমাহ' হয়ে ওঠে বিশ্বের প্রথম জ্ঞান-বিনিময় কেন্দ্র, যেখানে গ্রিক, ফারসি, রোমান ও ভারতীয় জ্ঞানের ভান্ডার অনুবাদের মাধ্যমে আরবি ভাষায় সংরক্ষিত হয়। ইব্‌নুল মুকাফ্‌ফা, জরজীস ইব্‌ন বখতিশু, ইয়াহইয়া ইব্‌ন বাতরিক, সাহাল ইব্‌ন হারূন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিজমীর মতো প্রতিভাবান অনুবাদকগণ আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যে অনন্য অবদান রেখেছেন, তা শুধু ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁরা অনুবাদের মাধ্যমে গ্রিক দর্শন, পারসিক ইতিহাস, রোমান চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভারতীয় গণিতকে আরব সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত জ্ঞানতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে অনুবাদ শুধু একটি ভাষা বা জাতির সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মানবজাতির সম্মিলিত বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির বাহন হয়ে উঠেছে। অনুবাদের কারণে আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষ অন্য ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার সাথে পরিচিত হতে পারছে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, অনুবাদ মানব সমাজের জ্ঞানের ধারক ও বাহক, সভ্যতার রক্ষাকবচ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির অমূল্য বন্ধন। বিশেষ করে আরবি অনুবাদ সাহিত্যের অবদান পৃথিবীর ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি ইসলামি জ্ঞানের প্রভাবকে বৈশ্বিক পরিসরে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ইউরোপীয় নবজাগরণের ভিত্তি রচনা করেছে। অনুবাদের এই ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জ্ঞান কখনো একক জাতির সম্পদ নয়; বরং এটি মানবজাতির যৌথ উত্তরাধিকার। সুতরাং অনুবাদের ধারাবাহিক চর্চা ও বিকাশ বজায় রাখা মানবতার ঐক্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ সুগম করার জন্য অপরিহার্য। অতএব, অনুবাদ কেবল ভাষার রূপান্তর নয়, বরং মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার স্থায়ী ভিত্তি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] আল-মদিনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পাঠ্যক্রম, *আল-আদাবুল মুকারান*, *পার্ট*– ১ (মালেশিয়া: আল-মদিনা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, তা. বি.), পৃ. ৫২।

[২] আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল-সোলি, *কিতাবুল আদাবিয়্যাত* (বাগদাদ: 'আরব লাইব্রেরি, ১৩৪১ হি.), পৃ. ১৮৬।

[৩] ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩১৬।

[৪] মাজমা'উল লুগাহ আল- 'আরাবিয়্যাহ, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, ১ম খণ্ড (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুদ-দা'ওয়াহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮৩।

[৫] ড. ইযযুদ্দিন মুহাম্মাদ নাজিব, *আসাসুত তারজামাতি মিনাল ইনজিলিযিয়্যাহ্ ইলাল 'আরাবিয়্যাহ্ ওয়া বিল 'আকস* (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন সিনা, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭।

[৬] আবদুল 'আলিম আস-সাইয়্যেদ আল-মানসী ও 'আবদুল্লাহ আবদুর রায্‌যাক ইবরাহীম, *কিতাবুত তারজামাহ: উসুলুহা ওয়া মাবদাউহা ওয়া তাতবিকাতুহা* (রিয়াদ: দারুল মিররিখ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৪।

[৭] মাওহুব ইবন আহমাদ আল-জাওয়ালিনী, *শারহু আদাবিল কাতিব লি ইব্‌ন কুতাইবা* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৩২।

[৮] মারিয়ম সালামা কার, ড. নাজিব গাযাবী অনূদিত, *আত-তারজামাহ ফীল 'আসরিল 'আব্বাসী* (দামিশ্‌ক: মানশুরাতু ওয়ারাতুছ ছাক্বাফাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।

[৯] ড. মুহাম্মাদ আবুল মুহাসিন 'আসফুর, *মা'আলিমু হিদারাতিশ শারক্বিল আদনা আল-ক্বদিম* (কায়রো: দারুন নাহদা আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৪০৮হি. /১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২২০-২২২।

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮।

[১১] P. K. Hitti, *History of the Arabs* (Londn; Macmillan Education Ltd. 1989), P. 14.

[১২] সুরা কুরাইশ, আয়াত: ১-৩।

[১৩] মুহাম্মাদ আবদুর রহমান মারহাবা, *আল-জামি' ফী তারীখিল 'উলুম 'ইনদাল 'আরব* (বৈরূত: মানশুরাত 'উয়াইদাত, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৯০।

[১৪] কার্ল ব্রুকালম্যান, আস-সাইয়্যিদ ইয়াকুব বকর ও ড. রামাদান 'আবদ আল-তাওয়াব অনূদিত, *তারীখুল আদাব আল-'আরাবী, ৪র্থ খণ্ড* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৯০।

[১৫] তিনি ছিলেন স্যাসানীয় সাম্রাজ্যের শেষ মহারাজা যিনি ৫৭৯ সাল থেকে ৬২৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চতুর্থ হরমজিদ-এর পুত্র এবং প্রথম খসরুর নাতি ছিলেন। তিনিই পারস্যের শেষ রাজা যিনি ইরানে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে একটি দীর্ঘ সময় রাজত্ব করেছিলেন। তিনি নিহত হওয়ার পাঁচ বছর পর পারস্যে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয়। দ্র. *https://bn.wikipedia.org/wiki/* দ্বিতীয়_খসরু।

[১৬] মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২।

[১৭] ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফেল ছিলেন একজন আরব ধর্মযাজক এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের বিভিন্ন দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। দ্র. *https://bn.quora.com/* ওয়ারাকা_ইব্‌ন_নাওফেল।

[১৮] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ২।

[১৯] সুরা সাবা, আয়াত: ২৮।

[২০] সুরা ইউসুফ, আয়াত: ২।

[২১] আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নুল মুকাফ্‌ফা, *কালিলা ওয়া দিমনা* (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭।

[২২] বুতরুস আল-বুসতানী, *উদাবাউল 'আরব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু নাযীর আব্বুদ, তা. বি.), পৃ. ১৩৬।

[২৩] হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী* (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৪৩৬; *কালিলা ওয়া দিমনা*, পৃ. ৭।

[২৪] ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউজ জামান* (মিসর: মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়াহ, ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ ৪১৪।

[২৫] হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী*, পৃ. ৪৩৬; ড. শাওক্বী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৩য় খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭২), পৃ. ৫০৭; উমর ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: ১৯৮৫), পৃ. ৫১।

[২৬] ইসমাঈল মুযহির, *তারিখুল ফিকরিল 'আরাবী* (মিসর: মুয়াস্‌সাসাতু হিনদাবী, ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ২৯।

[২৭] ইবন খাল্লিকান, *ওয়াইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউজ জামান*, পৃ. ৪১৪; ড. শাওক্বী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ই. ফা. বা, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩।

[২৮] যিরাকলী, *আল-আ'লাম* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালাইন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৪০।

[২৯] *কালিলা ওয়া দিমনা*, পৃ. ৮।

[৩০] ইবন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫০।

[৩১] D. L. O'Leary, *Arabic though and its place in History* (London: 1939), p. 106.

[৩২] জামাল উদ্দিন আলী ইবন ইউসুফ আল-ক্বাফাত্বী, *তারীখুল খুলাফা* (বাগদাদ: মাকতাবাতুল মুছান্না, তা. বি.), পৃ. ১০০-১৩২।

[৩৩] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯১।

[৩৪] ফুয়াদ ইউসুফ ক্বাজানজি, *উসুলুছ ছাক্বাফাতিস সুরইয়ানিয়্যাহ্ ফী বিলাদি মা বাইনান নাহরাইন* (বাগদাদ: ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।

[৩৫] ড. রিহাব খাদার 'আকাভী, *আল-মু'জিয ফী তারীখিত তিব্বী 'ইনদাল আরব* (বৈরুত: দারুল মানাহিল ত্ববা'আতি ওয়ান নাশর, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

[৩৬] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯২।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

[৩৮] ইব্‌নু আবি উসাইবিয়াহ, '*উইনুল আমবা ফী ত্ববক্বাতিল আত্বিব্বা*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৪।

[৩৯] জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসিফা* (বৈরুত: দারুত ত্বলীয়াহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৪২।

[৪০] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯৩।

[৪১] ইবনে আব্দে রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, *আল-'ইকদুল ফারিদ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আলইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৪।

[৪২] বাইতুল হিকমাহ ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে প্রতিষ্ঠিত এক অনন্য জ্ঞানকেন্দ্র, যা বাগদাদে অবস্থিত ছিল। খলিফা হারুনুর রশিদ এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র আল-মামুনের শাসনামলে এটি অনুবাদ, গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে গ্রিক, ফারসি, সংস্কৃত ও সিরিয়াক ভাষা থেকে দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শত শত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। দ্র. Hitti, Philip K, *History of the Arabs* (London: Macmillan, 1970), P-88; মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২১৮:, ড. এম. আবদুল কাদের, *মুসলিম কীর্তি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২২৯-২৩০; আকবর শাহ নজিরাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, অনুবাদ: আবদুল মতিন জালালাবাদী ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৪৩] আহমাদ ফারিদ, '*আসরুল মামুন* (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯২৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
[৪৪] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯৪।
[৪৫] *প্রাগুক্ত*।
[৪৬] *প্রাগুক্ত*।
[৪৭] *https;// ar. Wikipedia.org/wiki/*محمد_بن_موسى_الخوارزمي
[৪৮] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯৫।
[৪৯] ফাদিল মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, *আফাকুল হাদারাতিল 'আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ* (জর্ডান: দারুস শারক, ২০০৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৫৫।
[৫০] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯৬।
[৫১] জামাল উদ্দিন আলী ইব্ন ইউসুফ আল-ক্বাফাত্বী, *আখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা* (লিবজিক: ১৯০৩খ্রি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১।
[৫২] মুওয়াফী ওসমান, *আত-তাইয়ারাতুল আজনাবিয়্যাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবী* (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল মা'রিফাহ আল-জাসি'ইয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১১৮।
[৫৩] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৯৮।
[৫৪] *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩১৫।
[৫৫] আলী আব্দুল্লাহ আল-ফিদা, *আল-'উলুমুল বাহসাহ্ ফিল হাদারাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ* (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৭২।
[৫৬] আহমদ ফাওয়্যাদ আল-আহওয়ানী আল-কিন্দী, *ফাইলাসুফুল 'আরব* (আল-ক্বাহিরাহ: আল-মুআস্‌সাসাতুল মিসরিয়্যাহ্ আল-'আম্মাহ্ লিত-তালীফ ওয়াত তারজামাহ্ ওয়াত ত্বিবা'আতি ওয়ান-নাশর, তা. বি.), পৃ. ৭৯।
[৫৭] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০১।
[৫৮] *আখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা*, পৃ. ১৭১-১৭৪।
[৫৯] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০২-১০৩।
[৬০] আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৩৩ খ্রি.), পৃ. ২৮৫।
[৬১] নাজীব আবদুর রহমান হিকমাত, *দিরাসাতু ফী তারীখিল উলুম 'ইন্দাল 'আরব* (ইরাক: জামি'আতুল মুসিল, ১৯৯৭), পৃ. ২৩।
[৬২] জিগরীদ হুনকাহ্, ফারুক বাইদুন অনূদিত, *শামসুল 'আরব তুসতাউ 'আলাল গারব* (বৈরুত: মানশুরাতু মাতবা'ইত তিজারাহ, ১৯৬৪খ্রি.), পৃ. ৩৮২।
[৬৩] রাইহান খাদার 'উকাভী, *আল-মু'যিজ ফী তারীখিত ত্বিব্বি 'ইন্দাল 'আরব* (বৈরুত: দারুল মানাহিল লিত-ত্বিবা'আতি ওয়ান নাশর ওয়াত তাওজি', ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১৭১।
[৬৪] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০৫।
[৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।
[৬৬] *http://www.ektab.com/*قسطا-بن-لوقا-البعلبكي
[৬৭] আবদুল লতিফ, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ্ ওয়াত-তারিখুল ইসলাম*, পৃ. ৩০৯।
[৬৮] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০৭।
[৬৯] *প্রাগুক্ত*।
[৭০] *http://mawdoo3.com/*ثابت_بن_قرة(10/05/2023)
[৭১] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১০৭।
[৭২] *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৩৩; *আফাকুল হাদারাতি আরাবিয়্যাহ আল- ইসলামিয়্যাহ্*, পৃ. ৮৮।
[৭৩] আলী আবদুল্লাহ আদ-দিফা, *আল-'উলুমুল বাহছাহ ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৫-১৭৭।
[৭৪] *http://www.mawhopon.net/?p=4343J(10/05/2023)*
[৭৫] *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ১১০।
[৭৬] *প্রাগুক্ত।*
[৭৭] *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৬৫।
[৭৮] *https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bishr_Matta_ibn_Yunus(07/05/2023)*
[৭৯] ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, *আরবি ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: ছালেহা প্রকাশনী, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ৩৮।
[৮০] *'ইলমুত তারজামাহ্ ওয়া দাওরুহু ফী ইছরায়িল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্ ওয়া আদাবিহা*, পৃ. ১১২।
[৮১] *আরবি ভাষাতত্ত্ব*, পৃ. ৩৯।
[৮২] ড. শাওক্বী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৫৯১।
[৮৩] মানাহিজু জামি'য়াতিল মাদীনাহ আল-'আলামিয়্যাহ, *উসুলুল বাহসিল আদাবী ওয়া মাসাদিরুহু*, ১ম খণ্ড (মালয়েশিয়া: জামিয়াতিল মাদীনাহ আল-'আলামিয়্যাহ, তা. বি.) পৃ. ৭১।
[৮৪] ড. মুহাম্মদ রজব আল-বাইয়ূমী, *আহমাদ আমীন মুয়াররিখুল ফিকরিল ইসলামী*, (দামেশ্‌ক: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯।
[৮৫] মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন-নাসরি ওয়াশ্‌শি'র ফিল 'আসরিল 'আরাবী আল-হাদীস*, ৩য় খণ্ড (মাদ্রাজ: হাফিয হাউজ প্রিন্টাস এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৭১।
[৮৬] আস্‌-সায়্যেদ মূসা আবূ যিকরা, *আল-মাক্বাল ওয়া তাতাউওয়ারুহু ফীল আদাবিল মু'আছির*, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৭১।
[৮৭] মুহাম্মাদ ওয়াযিহ রশীদ আল-হাসানী আন-নাদভী, *আ'লামুল 'আদাব আল 'আরাবী ফিল 'আসরী আল-হাদীস*, (লক্ষ্ণৌ: দারুর রশীদ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
[৮৮] মাজীদ আত-ত্বর্‌রাদ, *মুস্তাফা লুতফী আল-মানফালুতী ওয়ান নাযরাত*, ১ম খণ্ড, (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫-৬।
[৮৯] হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী: আল-আদাবুল হাদীস* (বৈরুত: দারুল জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২০১।
[৯০] *https://www.marefa.org/*محمد_عناني
[৯১] *https://www.marefa.org/*محمد_عناني
[৯২] *https://www.hindawi.org/contributors/84758179/;https://www.marefa.org/*محمد_عناني